

ওয়াইল্ড বার্ড বা বন্য পাখি।

NAFIS SADIK DIPTO·WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2017

ওয়াইল্ড বার্ড বা বন্য পাখি : পার্ট -১

ওয়াইল্ড বার্ড বা বন্য পাখি নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের তর্ক-বিতর্ক এবং টুকটাক ঝামেলাও হচ্ছে। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু লেখার গুরুত্ব অনুভব করে একটি আর্টিকেল লিখেই ফেললাম। সবকিছুর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার দরুণ লেখাটি একটু বেশিই বড় হয়ে গেছে, সেজন্য তিনটি পার্ট বা অংশে পরপর তিনদিন পোস্ট করা হবে। সময় থাকলে পড়ে দেখবেন, আশা করি সময়টা নষ্ট হবে না 😊

কেজ বার্ড বা খাঁচার পাখি এবং ওয়াইল্ড বার্ড বা বন্য পাখির মধ্যে পার্থক্য :

কেজ বার্ড বলতে আমরা বাজ্রিগার, ফিঞ্চ, লাভবার্ড, ককাটিল এবং অন্যান্য অনেক পাখিকেই বুঝি। আর ওয়াইল্ড বার্ডের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির টিয়া, ঘুঘু, ময়না, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখন সমস্যা হল আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা কোনো কেজবার্ড দেখলেও সাথে সাথে আদেশ বা উপদেশ দিই সেটা বাইরের উন্মুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দেয়ার জন্য, কিন্তু ভেবে দেখি না এর পরিণতি কেমন হতে পারে। অনেকে তো আবার খাঁচার মধ্যে আটকে আছে দেখে আবেগের বশবর্তী হয়ে নিজেই ছেড়ে দিয়ে পাখিগুলোর জীবননাশ করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন পাখিগুলো টিয়া-ময়নার মতই বন থেকে ধরে এনে খাঁচায় ভরা হয়েছে - এমনটাও কিন্তু না। আসলে ব্যাপারটা হলো যেই পাখিগুলোকে আমরা কেজবার্ড বলি সেগুলো বহু পূর্বে কোনো এক সময় বন থেকে ধরা হয়েছিল। এরপর বহু প্রচেষ্টার পর তাদেরকে খাঁচার বদ্ধ পরিবেশে অভ্যস্ত করে প্রজনন করানো সম্ভব হয়। যেমন বাজ্রিগার সর্বপ্রথম খাঁচায় প্রজনন করানো সম্ভব হয় ১৮৫০ সালে। এভাবে যেই বাচ্চাগুলো উৎপাদিত হয় তারা জন্ম থেকেই খাঁচায় অবস্থান করতে করতে বদ্ধ পরিবেশে সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে নেয়। ঠিক এভাবে চলতে চলতে এরা এক সময় সম্পূর্ণ কেজবার্ডে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ খাঁচার বদ্ধ পরিবেশ, আমাদের প্রদত্ত খাবার-দাবারই হয়ে ওঠে তাদের প্রাকৃতিক জীবন। বন-জঙ্গলে কিভাবে ওড়াউড়ি করতে হবে, কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে, কিভাবে শিকারী পাখি এবং অন্যান্য শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে হবে, কিভাবে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে এসব কিছুই তাদের জানা থাকে না। অপরদিকে ওয়াইল্ড বার্ডের বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই বাবা-মায়ের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ নেয় এমন প্রতিকূল পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য, ফলে তারা

কেজবার্ডের থেকে অনেক বেশি, বুদ্ধিমান, শক্তিশালী এবং কৌশলী হয়ে থাকে। এদেরকে মোটামুটি গাছপালা পূর্ণ একটি জায়গায় ছেড়ে দিলে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবনযাপন করতে পারবে। কিন্তু একটি কেজবার্ড কে প্রকৃতিতে যখনই আপনি অবমুক্ত করবেন, সাথে সাথেই কাক, শকুন বা এমন কোনো প্রাণীর হাতে সেটি নিহত হবে। আর তাদের থেকে যদি বেঁচেও যায় তাহলে মারা যাবে খাদ্যের অভাবে। কিছু আবার উড়ে গিয়ে অন্য কারোর বাড়িতে বা পাখির দোকানে পড়তে দেখা যায়, কিছু আবার গাড়ির নিচে চাপাও পড়ে। এভাবে মনের অজান্তেই পাখিটিকে আপনি ঠেলে দেন ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের দিকে। ওয়াইল্ড বার্ডের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটতে পারে যখন আপনি একদম বাচ্চা অবস্থায় ধরে এনে তাকে খাঁচায় বন্দী করবেন, মা-বাবা এবং বন্য পরিবেশের অভাবে সেও কেজবার্ডের মত বোকাসোকা হয়ে বেড়ে উঠবে। সুতরাং সবার কাছে বিনীত অনুরোধ, কেজবার্ড এবং ওয়াইল্ড বার্ডের এই পার্থক্য উপলব্ধি করে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিবেন, অতি আবেগে আবেগিত হয়ে কেজবার্ডকে বাইরে ছাড়বেন না এবং অন্য কেউ এমনটা করতে বললে শুনবেন তো নাইই, তাকেও বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করবেন।

দ্বিতীয় অংশ পোস্ট করার পর কমেন্টে লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে। আপনার কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট বক্সে দিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।

আর্টিকেলটি লিখতে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন Sifat E Rabbani আপু, তাকেও অনেক ধন্যবাদ 😊

ওয়াইল্ড বার্ড বা বন্য পাখি - পার্ট ২ ওয়াইল্ড বার্ড বা বন্য পাখি কেন পোষা উচিত না :
পাখিরা যে আমাদের পরিবেশের জন্য, প্রকৃতির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা লিখে প্রকাশ করা একরকম অসম্ভব। কিন্তু এইসব বন্য পাখিদেরকে খাঁচায় বন্দী করে এবং তাদের আবাস স্থল ধ্বংস করে অচিরেই আমরা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছি, ধ্বংস করছি আমাদের ভবিষ্যৎ, ধ্বংস করছি প্রকৃতিকে, ধ্বংস করছি আমাদের ঐতিহ্যকে। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে বাংলাদেশে মোট প্রায় ৬৫০ প্রজাতির বন্য পাখির অস্তিত্ব ছিল, যার মধ্যে ৪৭ টি প্রজাতি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরো প্রায় ২০০ টি প্রজাতির অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিগুলোর মধ্যে আমাদের শখের তরবারির নিচে পড়া রিংনেক টিয়া, চন্দনা টিয়া (Alexandrian Parrot), পাম হেড (লাল মাথা, কাল মাথা) টিয়া, তিলা ঘুঘু, রাজ ঘুঘু, স্ট্রবেরী ফিঞ্চ, মুনিয়া, ময়না, শালিক, ধনেশ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন বন থেকে ধরে খাঁচায় ব্রিড করাবেন, কিন্তু সেটা যথেষ্ট সময় ও খরচ সাপেক্ষ এবং সাফল্য খুব কমই আসে।

পাশাপাশি, খাঁচায় যদি বছরে ২ টা বাচ্চা পান, প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকলে হয়ত এই সময়ে তারা ১০-১২ বা তারও বেশি বাচ্চা দিতো। আপনি নিজেই একবার ভেবে দেখুন, ইলিশ মাছের নদীতে ডিম ছাড়া আর এ্যাকুরিয়ামে ডিম ছাড়তে বাধ্য করা - দুটো কি একই কথা? একটা গাছ জঙ্গলে যেভাবে বেড়ে ওঠে টবেও কি সেভাবেই বাড়ে? সেভাবেই ফলন দেয়? কখনোই না। আবার অনেকে দেখি শুধু কথা বলতে সক্ষম হওয়ার কারণে টিয়া-ময়নার দিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু আমাদের সাধারণ কেজবার্ড ককাটিল-বাজ্রিগারকেও আমরা কথা শেখাতে পারি। আর যদি আল্লাহ তা আলা সামর্থ্য দিয়ে থাকেন তাহলে তো কথাই নেই; কাকাতুয়া, ম্যাকাও, আফ্রিকান গ্রে প্যারোট - কথা বলায় এরা এক কথায় জিনিয়াস। এছাড়া একান্তই টিয়া পাখি পোষার ইচ্ছা থাকলে একটু খরচ করে ইন্ডিয়ান রিংনেক প্যারোট কিনতে পারেন। এরা সবুজ, সাদা, নীল, হলুদ ইত্যাদি বিভিন্ন রং এর হয় এবং খাঁচায়ও বেশ ভাল ব্রিড করে, কথাও শিখে বেশ। সুতরাং দয়া করে বন্য পাখির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদেরকে খাঁচায় পোষার প্রতি অতি আগ্রহ কমান, অন্যকেও নিরুৎসাহিত করুন। আমরা সবাই যদি সচেতন হয়ে বন্য পাখি খাঁচায় ভরা বন্ধ করি এবং যারা ধরে খাঁচায় ভরছে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিই তাহলে শিকারিরা আর পাখি ধরবে না, রক্ষা পাবে আমাদের প্রকৃতি, আমাদের ঐতিহ্য। বাংলাদেশ সরকার বন্য পাখির প্রয়োজনীয়তা এবং বিপন্ন অবস্থা বুঝেই তাদেরকে খাঁচায় পোষা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন ১৯৭৪ এ মোট ৪৮টি বিধি এবং ৪৯টি ধারা আর বহু উপধারা রয়েছে। এসব বিধির বলে বাংলাদেশে বসবাস ছিল বা আছে এমন সব বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইন অমান্য করলে ১০০০ টাকা থেকে দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বছর কারাগারে অবস্থান করার বিধান রাখা হয়েছে। দেশীয় বেশিরভাগ বন্যপ্রাণী ধরা, মারা, শিকার বা আহত করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা এই স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে এমন অপরাধ কেন কোরবো? ইদানিং কোনো গ্রুপে টিয়া পাখির সেল পোস্ট দেখলেই কमेंট বক্সে ঝড় উঠে যায়, বিশেষ করে বাচ্চা হলে তো কথাই নাই। এক জোড়া টিয়া পাখির জন্য ৩-৪ থেকে ১৫-২০ হাজার পর্যন্ত খরচ করতে রাজি কিন্তু একজোড়া ভাল লাভবার্ড বা ককাটিল ৩-৪ হাজারে বিক্রি করার জন্য এ্যাড দিলেও তাতে ঘন্টার পর ঘন্টা কোনো ক্রেতার রেসপন্স পাওয়া যায় না। পাইলেও কিরকম? ৫০০ টাকায় দিবেন ভাই? - এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা। একইভাবে জেব্রা, গোল্ডিয়ান, আউল, লংটেইলের মত এক্সটিক ফিঞ্চ গুলোর চেয়ে স্ট্রবেরী, ইন্ডিয়ান সিলভার বিল, মুনিয়া ইত্যাদি বন্য ফিঞ্চ সবার আগ্রহ অনেক বেশি। - এমনটা কি আসলেই হওয়া উচিত?

ছিল? এ আপনাদের কেমন অবিচার বলতে পারেন?? খাঁচার পাখির মার্কেট পড়ে যাওয়ার জন্য অনেকেই অনেক কিছুকে দায়ী করেন, কিন্তু আমি মনে করি এর অন্যতম প্রধান কারণ এই বন্য পাখির প্রতি অতি আগ্রহ। মানুষকে বন্য পাখির প্রতি আগ্রহ কমিয়ে এনে খাঁচার পাখির প্রতি আগ্রহী করতে পারলে খাঁচার পাখির বাজারও যথেষ্ট সন্তোষজনক অবস্থায় রাখা সম্ভব। পরিশেষে একটা কথা বলে আজকে শেষ করতে চাই - "বনের পাখি বনে সুন্দর, খাঁচার পাখি খাঁচায়" - এই যেন হয় পাখিপ্রেমীদের নতুন স্লোগান। অনেক কথা বলে ফেললাম, আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। কোনো মতামত থাকলে কमेंট বক্সে দিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ 😊

ওয়াইল্ড বার্ড বা বন্য পাখি পার্ট - ৩

ওয়াইল্ড বার্ড বা বন্য পাখিদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব : বন্য পাখি পোষা থেকে নিজে বিরত থাকা ছাড়াও পাখিপ্রেমী হিসেবে তাদের প্রতি আমাদের আরো বেশ কিছু দায়িত্ব আছে। এর মধ্যে সবার প্রথমেই বলতে হয় বন্য পাখি শিকারী এবং ব্যবসায়ীদেরকে আইনের আওতায় আনার বিষয়টি। আমাদের দেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কিত বেশ কিছু আইন-কানুন থাকলেও সেগুলোর প্রয়োগ খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে। এর জন্য সরকারি কর্মকর্তা রা যেটুকু দায়ী তার চাইতে অনেক বেশি দায়ী আমরা নিজেরাই। কেননা আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করি না, উল্টো এড়িয়ে যাই। নিউজ পেপারে বা টিভিতে প্রায়ই আমরা বন্য পাখি উদ্ধার সম্পর্কিত প্রতিবেদন দেখি, যেগুলোর অধিকাংশের পিছনেই থাকে সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য অবদান। সুতরাং দেশি পাখির লেনদেন দেখলে তা অনতিবিলম্বে উপযুক্ত কর্মকর্তাদের নজরে আনা বাঞ্ছনীয়। নিজে থেকে সম্ভব না হলে অবশ্যই আশেপাশের মানুষ দের, বিশেষ করে যাদের আল্লীয়-স্বজন বা কাছের মানুষ এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে তাদের সহায়তা নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, যদি কখনও আপনার সামনে কোনো অসহায় বন্য পাখি চোখে পড়ে তখন আপনি কি করবেন? সেক্ষেত্রে যেকোনো উপায়ে অবশ্যই সেটি সংগ্রহ করবেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর সেটিকে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এটি যে কত মহৎ একটি কাজ সেটি হয়তো না বলে দিলেও চলবে। প্রজনন মৌসুমে আমরা আমাদের চারপাশে প্রচুর পরিমাণে টিয়া-ময়নার বাচ্চা দেখতে পাই, যেগুলো কিছু মানুষের লোভ-লালসার কারণে অল্প বয়সেই বাবা মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে শিকারি, দোকানদার বা অনভিজ্ঞ মালিকের দ্বারা নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়, ডানা পাড়িয়ে ধরে আস্ত ছোলাবুট মুখে ঠাসা, ডানার পালক গুলো বিচ্ছিরি ভাবে কেটে ফেলা, ছোট্ট ময়লা জায়গার মধ্যে রেখে দেয়া ইত্যাদি আরো কত অত্যাচার যে তাদের সহ্যে হয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিছু তো অচিরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সুতরাং

এমনটা দেখলে একজন পাখিপ্রেমী হিসেবে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতে হবে বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করার। অবশ্য কখনও কখনও উক্ত বিপথগামী মানুষ গুলো এমন দাম চেয়ে বসে যে সেগুলো উদ্ধার করার মত সামর্থ্য আমাদের থাকে না। সেক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হবে পাখিগুলোকে ভাল যত্ন করতে পারবে এমন কাউকে অথবা উক্ত পাখি খুঁজছে এবং যত্ন সহকারে পালবে এমন কাউকে ব্যাপারটা জানানোর। এভাবে বাচ্চা গুলো উদ্ধার করার পর সর্বপ্রথম দায়িত্ব হবে তাদের জন্য সঠিক খাবারের ব্যবস্থা করা। যদি নিজে খেতে না পারে তাহলে অবশ্যই বাসায় ফর্মুলা বানিয়ে হ্যান্ডফিডিং করতে হবে (রেসিপি ফাইল সেকশনে দেওয়া আছে)। পাশাপাশি চেষ্টা করতে হবে তাদেরকে এমন ভাবে গড়ে তোলার, যেন বড় হওয়ার পর বাইরে ছেড়ে দিলে বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এজন্য বড় খোলা জায়গায় তাদেরকে ফ্লাইং প্র্যাকটিস করানো যেতে পারে। পাশাপাশি সবরকম খাবারে অভ্যস্ত করাও জরুরী। ছাড়ার জন্য আপনার বাসার নিকটবর্তী স্থানই সর্বোত্তম যাতে কোনো সমস্যা হলে তারা আবার ফিরে আসতে পারে। পরের অংশে আমরা, কয়েকজন পাখিপ্রেমীর বন্যপাখি রক্ষার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানবো। তখন আমাদের করণীয় বিষয়গুলো আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা করছি। ধন্যবাদ 😊

ওয়াইল্ড বার্ড বা বন্য পাখি পার্ট - ৪ আপনার সামনে যদি কোনো অসহায় বন্য পাখি পড়ে, তাহলে আপনার করণীয় কি? আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে কয়েকজন পাখিপ্রেমীর বন্য পাখি উদ্ধারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হল, আশা করি ঘটনা গুলো থেকে স্পষ্ট ধারণা পাবেন :- আফিয়া.এস.খান : আফিয়া আপু আমাদের বার্ডসওয়ে গ্রুপের একজন সম্মানিত সদস্য। সম্প্রতি তিনি তিনটি লক্ষী পেঁচার বাচ্চা উদ্ধার করেছিলেন। তাদের জন্য তিনি যা করেছেন তা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব না। বাসার কাছের একটি গাছ কেটে ফেললে সেটির কোটরে পাওয়া গেছিল বাচ্চাগুলো। বয়স মাত্র ৩ থেকে ৫ দিনের মত। বাবা-মার দেখা না পেয়ে তাদেরকে নিজের সন্তানের মত করে লালন-পালন শুরু করেন তিনি। বাসায় এনে একটি মাটির পাত্রে কাঠের গুড়া দিয়ে তার মধ্যে বাচ্চাগুলো রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। ছোট মাছ, ডিম সেক্ক, ইদুর, মুরগীর বুকুর মাংস ইত্যাদি খাওয়াতেন তিনি বাচ্চাগুলোকে। চামচে করে পানি ও খাওয়াতেন। ওদেরকে কখনও খাঁচায় আটকান নি তিনি। বারান্দায়, ছাদে, বাগানেই ওরা ঘোরাফেরা করতো। এভাবেই ধীরে ধীরে বাচ্চাগুলো বড় হতে থাকে। পুরোপুরি ওড়া শেখার পর আস্তে আস্তে ওরা স্বনির্ভর হতে শুরু করে। তখন ২-৩ দিন পরপর বাসায় আসতো। কখনও আবার ৩-৪ দিন ধরে বাইরেই যেতেন। ওরা খাবার খেতো আফিয়া আপুর মাথার উপর রেখে, ফলে তার চুলের যেমন বারোটা বেজেছে তেমনি শীতের সময় মাঝরাতে গোসল পর্যন্তও করতে

হয়েছে। সাথে পুন্সের বাজে গন্ধ তো ছিলই। এভাবে চলতে চলতে ওরা একবারে বাসা ত্যাগ করলো। কিন্তু পারলো না আফিয়া আপুর এই পরম ভালবাসা ভুলে থাকতে। প্রায় তিনমাস পর ওদের মধ্যে একজন, যার নাম ছিল বিলাই, মাঝরাতে ফিরে আসলো। তিনদিন থেকে আবার চলে গেল সে। এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, ওরা কেউ আর ফিরে আসেনি। আফিয়া আপু ওদের জন্য যা করেছেন তা আসলেই দৃষ্টান্তমূলক। আশা করি কোনো একদিন তার বাচ্চারা আবার তার কাছে ফিরে আসবে। নিচে তার সেই বাচ্চাদের বিভিন্ন সময়কার কিছু ছবি দেয়া হয়েছে, দেখে নিতে পারেন, ভাল লাগবে 😊

সিফাতে রাব্বানী : এটাও একটা প্যাঁচা কাহিনী। কিছুদিন আগে আমাদের প্রিয় এ্যাডমিন সিফাত আপু তার বন্ধু আফরিন আজহারের সাথে রিক্রায় কোথাও যাওয়ার সময় কয়েকটি ছেলের হাতে একটি ছোট খাঁচায় পঁচা টি দেখতে পান। বন্ধুর সহায়তায় তিনি পাখিটিকে উদ্ধার করার পাশাপাশি ছেলেগুলোকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে এসেছিলেন যেন তারা পুনরায় এই সর্বনাশা কাজ না করে, এটি একটি বেআইনি কাজ যা তাদেরকে বিপদে ফেলার জন্য যথেষ্ট। তিনি পঁচাটিকে বাসায় নিয়ে আসেন। একটি আলাদা ঘরে পাখিটিকে রেখে তার সামনে ছোট মাছ এবং মাংস কুচি দিয়ে লাইট বন্ধ করে দেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল পুরোটা খাবারই প্রায় সাবাড় করে ফেলেছে ! পরদিন অন্ধকার নামার পর সন্ধ্যার দিকে পঁচাটি নিয়ে তিনি আর তার হাজবেন্দ মুস্তাফা জামান ভাইয়া বসুন্ধরার ভিতরের দিকে একটু গাছপালা সমৃদ্ধ জায়গায় ছেড়ে দেন এবং অপেক্ষা করতে থাকেন সেটি ঠিকমত উড়তে পারছে কি না দেখার জন্য। কাজটি তারা সন্ধ্যার পর করেছিলেন কারণ পঁচা দিনের বেলা দেখতে পায় না এবং রাতেই তারা সবচেয়ে বেশি সজাগ এবং শক্তিশালী থাকে। ছাড়ার সাথে সাথেই দেখা গেল সেটি উড়ে উড়ে এ গাছ ও গাছ করতে করতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তার এই উদ্যোগটিও ছিল যথেষ্ট শিক্ষণীয়। খাবার এবং বাসস্থানের অভাবে এমন অনেক পঁচাই বিভিন্ন সময় লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি তা এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। আশা করছি পরবর্তীতে আমরা এমন পরিস্থিতিতে পড়লে এভাবেই পাখিটিকে যথাযোগ্য সেবা দিয়ে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করে দিতে পারবো। এই পঁচাটিরও ২ টা ছবি দেয়া আছে নিচে (খাঁচার মধ্যে), ছবিগুলো ওকে অবমুক্ত করার কিছুক্ষণ আগে তোলা হয়েছিল। সানজীদ ইসলাম সারোদ : এবার আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আপনাদের সাথে। সময়টা ছিল রমজান মাস। কিছু কেনাকাটা সেরে আকবুর সাথে মোটরসাইকেলে ফিরছিলাম এমন সময় রাস্তার এক পাশে একটি ছোট্ট পাখির দোকানে চোখ গেল এবং চোখে পড়লো মর্মাস্তিক এক দৃশ্য। দুটি টিয়া পাখির বাচ্চাকে ডানা দুইটা পা দিয়ে পাড়িয়ে ধরে আস্ত বুট আঙুল

দিয়ে বিচ্ছিরি ভাবে গলার ভেতর ঠেলা হচ্ছে। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না, চিৎকার করতে করতে মোটরসাইকেল থামলাম। প্রথমেই বাচ্চা দুটোকে কোলে নিলাম, সাথে সাথে বমি করে দিল। জিগেস করলাম এভাবে কেন খাওয়াচ্ছেন? বলল এভাবেই খাওয়াইতে হয়। শুনে খুব খারাপ লাগলো। সঠিক পদ্ধতি বুঝিয়ে কোনো লাভ হবেনা উপলব্ধি করে দাম জিগেস করলাম। ৫০০০ টাকা। দাম শুনে তো আমাদের মাথায় হাত। কিন্তু আমরা দুজনেই যে জন্মগত পাখিপ্রেমী! ঐ অবস্থায় ওদেরকে ফেলে কিভাবে আসি! 😞 অনেকক্ষণ দরদাম করে কিছু কম দিয়ে বাচ্চা দুটোকে নিয়াসলাম। প্রতিদিন তিনবার ব্লেন্ডারে হ্যান্ডফিডিং ফর্মুলা বানিয়ে খাওয়াতে লাগলাম। খুব কষ্ট হত খাওয়াতে, এক চামচ খাওয়াতেই আধা ঘন্টা লেগে যেত, খুব ছটফটে টাইপ ছিল। তার ওপর ধারালো নখের আচড় এবং কামড় তো আছেই। ড্রপার দিয়েও খাওয়াতাম, এটায় একটু তাড়াতাড়ি হত। সিফাত আপুর সাজেশন অনুযায়ী ওদের খাচায় সব সময় ভিন্ন ভিন্ন বাটিতে সীডমিক্স, হ্যান্ডফিডিং ফর্মুলা, শাক-সবজি-ফল কুচি, বুটের ডাল-ছোলার ডাল-ছোলা ভেজানো, পরিষ্কার পানি ইত্যাদি সবরকম খাবার দিয়ে রাখতাম। যার কারণে পুরোপুরি খাওয়া শিখতে মাত্র দেড় সপ্তাহের মত সময় নিয়েছিল। সেই প্রথম দিন থেকে প্রায় প্রত্যেকটা দিন সিফাত আপু ফোনে, ইনবক্সে ওদের খবর নিয়েছে এবং আমাকে যথাযোগ্য সাজেশন দিয়েছেন, তার কাছে আমি এবং পাখি ২ টা সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। এখন ওরা পুরোপুরি স্বনির্ভর হলেও ডানা গুলো দোকানদার কর্তৃক খুব বাজে ভাবে কেটে দেওয়ার কারণে ওরা এখনও উচুতে উড়তে অক্ষম, উড়তে গেলেই ঠাস ঠাস করে শুধু বাড়ি খায়। জানিনা ওদের ভবিষ্যৎ কি, তবে আমার কাছে পূর্বের ঐ পরিবেশের তুলনায় অনেক ভাল আছে এটাই স্বার্থকতা। উক্ত ঘটনার পর সামনে এমন পাখি পড়লে আমি চেষ্টা করেছি সেগুলো সম্পর্কে যারা আমার কাছে বিভিন্ন সময় পাখি চায়, বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীদেরকে জানাতে। এতে করে আরো বেশ কিছু বাচ্চা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে সবগুলোই ভাল আছে আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে আপনিও পারেন অসহায় এই বন্য পাখিদের পাশে দাঁড়াতে 😊

লেখক - [Shanjid Islam Sharod](#) ©

- Adorable Birds Zone (ABZ) ©